ই পাসপোর্ট এবং অন্যান্য সেবার তথ্যসমূহ

ই-পাসপোর্ট রিইস্যু করার জন্য যেসব ডকুমেন্টস প্রয়োজন তা হলোঃ-

০১। ই-পাসপোর্ট রিইস্যু করার জন্য অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে আনতে হবে [অনলাইন ফর্ম লিঙ্কঃ https://epassport.gov.bd/landing/faqs/7]। **আবেদনকারীগণ নিজে অথবা অন্য কারোর সহায়তায় অথবা আপনার পার্শ্ববর্তী কোন কম্পিউটারের দোকান থেকে ই-পাসপোর্ট রিইস্যু ফর্ম অনলাইনে পূরণ করে নিয়ে আসবেন।**

০২। মুল পাসপোর্ট এবং পাসপোর্ট এর কপি ।

০৩। জন্ম নিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয় পত্র (এন আই ডি) এর কপি।

০৪। জন্ম নিবন্ধন বাংলা এবং ইংরেজিতে অনলাইনে থাকতে হবে।

০৫। পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে থানা থেকে জিডির কপি লাগবে।

০৬। ফি ১২০ ইউরো।

[বিঃদ্রঃ- পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে এন এই ডি (NID) থাকা বাধ্যতামূলক । তবে, সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জানানো হয়েছে যে, জন্মসনদ দিয়েও তথ্য সংশোধন করা যাবে। আবেদনকারীর বয়স সংশোধনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০৫ বছরের ব্যবধান বিবেচনা করা যেতে পারে। আবেদনকারী প্রাপ্ত বয়স্ক হলে আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের অবস্থান/বসবাসের প্রমাণক, ছবি, নাম, বয়স সম্বলিত প্রমাণক যেমনঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড/ জব আই ডি কার্ড/ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি সংযোজন করতে হবে, যা দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।]

* পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বাংলাদেশ থেকে আনার ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ দূতাবাস এথেন্স উল্লেখ করবেন। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি-এর জন্য প্রথম (১-৫) পেইজ ৪৮ ইউরো। পরবর্তী প্রতি পেইজ-এর জন্য ফি ৪ ইউরো এবং ব্যাংক ফি ২ ইউরো।

* যে কোন ডকুমেন্ট যেমন বিবাহ সনদ,নিকাহনামা, জন্ম নিবন্ধন সনদ, পারিবারিক সনদপত্র,জাতীয় পরিচয় পত্র,পাসপোর্টের কপি এবং অন্যান্য যেকোনো দলিল সত্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে নোটারী করে আইন মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়ন করে আনতে হবে। সত্যায়নের জন্য প্রথম (১-৫) পেইজ ১৮ ইউরো। পরবর্তী প্রতি পেইজ-এর জন্য ফি ২ ইউরো এবং ব্যাংক ফি ২ ইউরো।

* যেকোনো ধরনের সার্টিফিকেট গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। আমরা আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী ১দিন/ ২দিন/ ৩দিনে সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকি।

যারা একদিনে সার্টিফিকেট নিতে ইচ্ছুক তাদেরকে অনুগ্রহ করে ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করে বিকাল ৩ টা থেকে ৫ টার মধ্যে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।